

সূরা আল ফুর্কান-২৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকসংখ্যক পণ্ডিতের মতানুসারে এই সূরাটি মঙ্গী সূরা এবং রসূলে পাক (সাঃ) এর মঙ্গী জীবনের শেষের দিকে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক অবশ্য এই অভিমত ব্যক্ত করে, রসূল করীম (সাঃ) এর নবুওয়তের প্রথম দিকেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু সূরাটিতে কুরায়শ কর্তৃক মুসলমানদেরকে অত্যাচার করার কোন ঘটনার উল্লেখ নেই, যা কিনা তাদের মতে মঙ্গী জীবনের কিছুকাল পরে শুরু হয়েছিল, তাই তাঁরা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু বস্তুনির্ণয় পর্যালোচনায় তাদের এই অভিমত খুবই দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। এটা অনেকটা ঐ ধরনের কথার মতো মূল্যহীন উক্তি, যেহেতু কোন কোন মদ্দনী সূরাতে কাফিরদের কোন কথা বা প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই সেহেতু ধরে নেয়া চলে মদ্দনী জীবনে মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিঘ্নই সংঘটিত হয়নি।

পূর্ববর্তী সূরা আন্ত নূরের শেষাংশে ইসলামী সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজন ও গুরুত্বের ওপরে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে এই কথাও বলা হয়েছিল, কোন কোন মুসলমান নিজেই তাদের মহান সংগঠন সম্পর্কে অবহিত নয়, অন্যদিকে তাদের অনেকে কাফিরদের সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে ভীত, যদিও তা অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ছিল নিতান্তই অসার। বর্তমান সূরাটিতে এইসব দুর্বলচিত্ত লোকের উদ্বিগ্নতা ও ভয় যে একান্তই ভিত্তিহীন ও অলীক এবং বাস্তবে ঐসবের যে কোনই অস্তিত্ব নেই, সেই বিষয়ে যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সুনিশ্চিতভাবে কুরআনের বাণী সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য প্রেরিত— এই ঘোষণাসহ সূরাটি শুরু হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ যিনি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে এক-অদ্বিতীয়। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অধিপতি এবং এই বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর তিনিই স্রষ্টা। তাই তাঁর বাণী নিশ্চিতভাবেই প্রকৃতির আইন-কানুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং একে মানা বা না মানা শুধুমাত্র একটি ঐশ্বী বিধানকে গ্রহণ করা বা অঙ্গীকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীকে গ্রহণ বা বর্জন করারই শামিল। অতঃপর বলা হয়েছে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা পবিত্র কুরআনের চরম উৎকর্ষতা ও এর শিক্ষার উৎকৃষ্ট দিকগুলো অঙ্গীকার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাই তারা এই অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলে বেড়ায় যে কুরআন কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, বরং বহু লোক একত্র হয়ে একে রচনা করেছে। তারা কুরআনের ব্যাপারে এই দোষারোপও করে, কুরআন তো আসলে পূর্বের ধর্ম-গ্রন্থসমূহের শিক্ষা চুরি করে তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু তাদের এইসব অপপ্রচার প্রকৃত প্রস্তাবে অসার বাক্য ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা কুরআন যদি মানুষের রচিত হতো তাহলে এতে এমন শিক্ষার সন্নিবেশ কিছুতেই থাকতে পারতো না যা কোন মানুষের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব নয়। আর যদি এটি পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থের কথা থেকে নকল করে তৈরি করা হতো তাহলে এতে যে শিক্ষা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান, তা ঐসব গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই সেৱন নয়। অতঃপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের তরফ থেকে পেশকৃত কতিপয় খেলো ও গুরুত্বহীন বিষয়ের জবাব দেয়া হয়েছে যা আগতি হিসাবে তারা উপস্থাপন করেছে। এদের মধ্যে একটি হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন মানুষ মাত্র এবং একজন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁকে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটাতে হয়। এমতাবস্থায় তিনি কীভাবে আল্লাহর রসূল হতে পারেন? এর পর সূরাটিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতন সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে এবং কাফিরদেরকে সর্তর্ক করে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অধঃপতন ও পরাজয় এবং মুসলমানদের উন্নতি, প্রগতি ও বিজয়ের সময় এখন সমুপস্থিত। প্রসঙ্গত অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা পানির দুটি ধারা সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তিক্ত ও অপরটি মিষ্ট। উভয়েই পাশাপাশি বয়ে চলেছে। তাদের চলার পথে তারা নিজস্ব সমাত্রাল গতিপথের পরিবর্তন

ঘটায় না এবং একে অপরের সাথে মিশে যায় না। ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাও সমান্তরাল গতিপথের পরিবর্তন ঘটায় না এবং একে অপরের সাথে মিলে যায় না। ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাও পাশাপাশি বিদ্যমান থাকবে, যাতে মানুষ এদের মধ্যে তুলনা করে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, অথবা কোনটি তিক্ত এবং কোনটি মিষ্ট, তা নিজেরাই যাচাই করতে পারে। সুরাটির শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলার ঐসব নেক বান্দার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করবে। তারপর বিশেষভাবে এই কথার উল্লেখ করে সুরাটির সমাপ্তি টোনা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের উচিত সব সময় আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। যারা এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর সাহায্য ও আশিস থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكَيْنَةً وَهِيَ حُمَّ الدِّشْمَلَةُ تَمَانٍ وَسَبِّعُونَ آيَةً وَسِتَّةُ مُرْكَعٌ

সূরা আল ফুরকান-২৫

মঙ্গল সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৭৮ আয়াত এবং ৬ রংকু

১। ^৪আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। একমাত্র তিনিই কল্যাণের অধিকারী^{১০৬২} সাব্যস্ত হলেন, যিনি নিজ বান্দার প্রতি 'ফুরকান'^{১০৬৩} অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সর্তর্কারী হয় ।

৩। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই । আর ^৪তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর আধিপত্যে কোন অংশীদার নেই । তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ (সবের) জন্য এক উত্তম পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন^{১০৬৪} ।

৪। তবুও ^৫তারা তাঁকে ছেড়ে এমন সব উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, ^৬যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি । আর তারা নিজেদের কোন অপকারের বা উপকারের ক্ষমতাও রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনর্জানের কোনটিই তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই^{১০৬৫} ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

تَبَرَّكَ الَّذِي تَزَّلَّ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذَيْرًا ②

إِلَّا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ
تَقْدِيرًا ③

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلْهَةً لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا نَفْسٍ هُمْ ضَرَّا وَلَا تَفْعَلُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشْرُرًا ④

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ২৪১১৭; ১০৯৬৯; ১৭১১২; ১৮৪৫; ১৯৪৯; ২১৪২৭; ৩৯৪৫; ৪৩৪৮২ গ. ১৭৪৫৭; ১৮৪১৬; ২১৪২৫ ঘ. ৭৪১৯২; ১৬৪২১।

২০৬২। 'তাবারাকা' অর্থ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । প্রত্যেক ক্রটি, অপবিত্রতা, অপূর্ণতা এবং সকল ক্ষতি থেকে মুক্ত । সকল মঙ্গলের অধিকারী (৬০১৫৬ ও ২১৪৫১) । কুরআন মজিদের গুণাবলী ও সৌন্দর্য এই শব্দের মধ্যে নিহিত । এটা কেবল সর্বপ্রকার ক্রটি এবং অভাব থেকেই মুক্ত নয়, পরম্পরা ধারণা করা সম্ভব এমন সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলী যা মানবজাতির জন্য শেষ ঐশ্বী জীবন-বিধানে (শরীয়তে) থাকা বাঞ্ছনীয় তা সমস্তই কুরআনে অস্তুর্ভুক্ত আছে এবং পূর্ণ পরিমাণেই আছে ।

২০৬৩। 'ফুরকান' অর্থ এমন কিছু যা সত্য এবং মিথ্যাকে পৃথক করে, যুক্তি, দলিল অথবা প্রমাণ । কেননা যুক্তি ও প্রমাণ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেখায় । এটা প্রভাত কালকেও বুবায় । কারণ উমাকাল রাত থেকে দিনকে পৃথক করে । কুরআন মহত্ত্ব পার্থক্যকারী । বহু সংখ্যক সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব যেগুলো কুরআনকে অন্যন্য ঐশ্বী-কিতাব থেকে আলাদা করে দেখায় এবং যা এই সমস্ত কিতাবের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তন্মধ্যে দুটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো : (১) কুরআন এমন কিছু বলে না, বা দাবি করে না, যার সমর্থনে এর যুক্তিপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করে না এবং (২) কুরআন সত্যকে মিথ্যা থেকে এরপ স্পষ্ট করে দেখায় যেমন আলো দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখায় ।

২০৬৪। 'এবং এ (সবের) জন্য এক উত্তম পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন' বাক্যাংশটির মর্ম হলো, প্রত্যেক বস্তুরই সীমারেখা, শক্তি এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া বা বিকাশের সর্বশেষ পর্যায় আছে যাকে তা অতিক্রম করতে পারে না । এই সমস্ত সীমারেখা সেই অভিন্ন নিয়মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা বিশ্ব-জগতে সক্রিয় রয়েছে এবং সে জন্য একই পরিকল্পনাকারী, সৃজনকারী এবং একই নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতি অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্দেশ করে যাঁর ক্ষমতা সীমাহীন এবং যিনি সকল বস্তুকে আপন গাঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন ।

২০৬৫। প্রত্যেক বস্তুকেই বিকশিত হওয়ার জন্য তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয় : (খ) অচেতন অবস্থা (খ) সুষ্ঠু জীবনাবস্থা, যখন কোন বস্তুকে ক্রমোন্নতির উপাদান ও শক্তি দ্বারা সমন্বয় করা হয় এবং (গ) প্রকৃত জীবনের স্তর । সকল জীবনের সৃজনকারী আল্লাহ তাআলা এই সকল স্তর বা অবস্থার পূর্ণ এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী ।

৫। আর যারা অস্তীকার করেছে তারা বলে, ‘এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং এ ব্যাপারে তাকে অন্যান্য লোকেরা সাহায্য করেছে’। অতএব নিশ্চয়^{২০৬৩} তারা ভয়ানক যুলুম করেছে এবং জঘন্য মিথ্যা বানিয়েছে।

৬। আর তারা বলে, ‘(এতো) ^৪পূর্ববর্তীদের কিছাকাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা সকালসন্ধ্যায় তাকে পড়ে শুনানো হচ্ছে।’

৭। তুমি বল, ^৫‘তিনিই এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশসমূহের ও গৃথিবীর প্রতিটি রহস্য জানেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।’

৮। আর তারা বলে, ‘এ আবার কেমন রসূল^{২০৬৪}-ক, যে খাবার খায় এবং হাটেবাজারেও চলাফেরা করে? ^৬তার প্রতি কোন ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি যাতে সে তার সাথে থেকে (লোকদের জন্য) সতর্ককারী হতো?’

৯। অথবা ^৭তার কাছে কোন ধনভান্দার অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কোন বাগান থাকতো যা থেকে সে (ফলফলাদি) থেতো।’ আর যালেমরা বলে, ^৮‘তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলছ।’

১০। ^৯দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধরনের কথাবার্তা ^১বানিয়ে বলছে^{২০৬৫}! অতএব তারা বিপথগামী হয়ে গেছে এবং ^{১০}কোন পথ (খুঁজে) পাওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই।

দেখন : ক. ১৬:১০৪ খ. ৮:৩২; ১৬:২৫; ৬৮:১৬; ৮৩:১৪ গ. ৬:৪; ১১:৬; ৬৭:১৪ ঘ. ১১:১৩; ১৫:৮; ১৭:৯৩ ঙ. ১১:১৩; ১৭:৯৪ চ. ১৭:৪৮
ছ. ১৭:৪৯।

২০৬৬। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী আয়াত হ্যরত রসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কাফিরদের দুটি অভিযোগের উল্লেখ করে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেছে। প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, হ্যরত নবী করীম (সাঃ) একটি মিথ্যা রচনা করেছেন। এর জবাব হলো, তাদের পক্ষে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা ছিল অন্যায়। মহানবী (সাঃ) পূর্বে এক দীর্ঘ আয়ুক্ষাল তাদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন এবং তারা নিজেরাই তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনির্ণায়ক সর্বসমত প্রয়াণিক সাক্ষ্য বহন করতো। এখন তারা কীরুপে মিথ্যা রচনায় তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারে? দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর হলো, রসূল করীম (সাঃ) এর তথাকথিত সাহায্যকারী কেউ থাকলে তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন মতবাদে বিশ্বাস পোষণ করতো। কিন্তু কুরআন সকল ভ্রান্ত-বিশ্বাস খণ্ডন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে এবং সেগুলো বাতিল করে দেয়। এটা কীরুপে ধারণা করা সম্ভব যে সেই সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্ণ আঁ হ্যরত (সাঃ)কে এমন এক গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল যা তাদের অতি প্রিয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল?

২০৬৬-ক। এ কেমন রসূল যিনি সাধারণ মানুষের মতোই চাল-চলন এবং আচার-আচরণ করে থাকেন?

২০৬৭। জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ হয়ে থাকে। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের সত্যতা নিরপণে তারা স্বকল্পিত মানদণ্ড নির্ণয় করে নেয়। এর ফলে সত্য পথের সন্ধান লাভের পরিবর্তে তারা অক্ষের ন্যায় অবিশ্বাসের অঙ্ককারে পথ হাতড়াতে থাকে।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا رَأْيُكُمْ
إِنْ تَرَسْهُ وَأَعْانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُونَ
فَقَدْ جَاءُتُمْ ظُلْمًا وَذُورًا^①

وَقَالُوا آسَى طِينُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَبْتَهُمَا فَهِيَ
تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا^①

قُلْ آتَزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ عَفْوًا رَّحِيمًا^①

وَقَالُوا مَاكِلَ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَشْوَاقِ مِنْهَا دَأْنِيَ
مَلِكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيرًا^①

أَوْ يُلْقِي رَأْيَهُ كَثِيرًا وَتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ
يَأْكُلُ مِنْهَا دَأْنِيَ قَالَ الظَّلِيمُونَ إِنْ
تَعْبِعُونَ رَأْلًا رَجُلًا مَسْحُورًا^①

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلَّوْا
فَلَا يَشْتَطِيغُونَ سِينِلًا^①

১১। অতএব তিনিই একমাত্র কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি যদি চাইতেন তোমার জন্য এর চেয়ে উভয় কিছু স্থিতি করতেন, অর্থাৎ এমন ^কবাগানসমূহ যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যেত এবং তিনি তোমার জন্য তৈরী করে দিতেন প্রাসাদসমূহ^{১০৬৮}।

১২। বরং তারাতো প্রতিশ্রুত মুহূর্তকেই প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। আর যে-ই প্রতিশ্রুত মুহূর্তকে প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য আমরা লেলিহান আঙুন তৈরী করে রেখেছি^{১০৬৯}।

১৩। এ (আঙুন) যখন দূরবর্তী স্থান থেকে তাদেরকে দেখবে তখন ^কতারা এর তীব্র রোষ ও গর্জন শুনতে পাবে^{১০৭০}।

১৪। আর এর এক সঙ্কীর্ণ স্থানে তাদের যখন ^গশিকলাবন্দ অবস্থায় ফেলা হবে তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে।

১৫। (তাদের বলা হবে,) ‘আজ তোমরা কেবলমাত্র একবার মৃত্যু কামনা করো না, বরং বার বার মৃত্যু কামনা কর’।

১৬। তুমি জিজ্ঞেস কর, ‘এ (পরিণতি) উভয়, না কি চিরস্থায়ী জাল্লাত, ^ঘযার প্রতিশ্রুতি মুক্তাকীদের দেয়া হয়েছে? এটা হবে তাদের জন্য প্রতিদান এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।’

দেখুন : ক. ১৭৯২ খ. ১১৮১০৭; ২১৮১০১; ৬৭৪৮ গ. ১৪৪৫০ ঘ. ২১৮১০৪; ৪১৮৩১।

২০৬৮। আয়াতটির মর্ম হলো, একজন পবিত্র নবী কীরুপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে কাফিরদের ধারণা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে এবং নবীগণের (সাঃ) অবিরুত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে অঙ্গীকার এবং সন্দেহ থেকে নিশ্চিত আলো এবং আধ্যাত্মিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার জন্য নবী-রসূলগণ প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন, পার্থিব ধন-সম্পদ জমা করা এবং তাতে গড়াগড়ি করে আনন্দেরস্বরূপ করার পথপ্রদর্শনের জন্য নয়। যদিও অবিশ্বাসীদের স্বক঳িত মানদণ্ড, যেমন নবী করীম (সাঃ)কে ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, উদ্যানরাজি এবং অট্টালিকাসমূহের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে— এর কোন মূল্য বা বা সারবত্তা নেই, তথাপি তাদের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা তাদেরকে উপলক্ষ করাবার জন্য এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কাফিরদের দাবি অপক্ষণ ও অধিকতর ধন-সম্পদ, বৃহত্তর এবং উৎকৃষ্টতর বাগান এবং অট্টালিকাসমূহ দান করবেন। বস্তুত রসূল (সাঃ) এর অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ইরান এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটদের প্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ দিয়েছিলেন।

২০৬৯। মু'মিনদের পরিগাম যেমন মহত্ত্ব এবং গৌরব অর্জন করা, তেমনি অঙ্গীকারকারীদের ভাগ্যে রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। তাদের শান্তি আসন্ন। বস্তুত এটা তাদের একেবারে দ্বার দেশে উপস্থিতি। কিন্তু তারা তা দেখতে পায় না। কাজেই তারা স্টীমান আনতে অঙ্গীকার করে।

২০৭০। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের অর্থ হলো, নির্ধারিত শান্তি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অবিশ্বাসীদের এই অবমাননার যন্ত্রণা ও অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি করার জন্য, পূর্ণ এবং ব্যাপক করার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে অনুভব করতে বাধ্য করা হবে। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা এইরূপ ইচ্ছা করবে যেন মৃত্যু দ্রুত এসে তাদের এই কঠের সমাপ্তি ঘটায়।

تَبَرَّكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِنْ
ذُلِّكَ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَا تَهْرُ
وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا^⑪

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ نَدْأَغْتَمْ كَا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا^⑫

إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعْيِدٍ سَمِعُوا لَهَا
تَغْيِيظًا وَرَفِيرًا^⑬

وَإِذَا أَلْقُوا وِنَاهَا مَكَانًا ضَيْقًا
مُقْرَرَنِينَ دَعَاهُنَّ لِكَثُبُورًا^⑭

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا دَاحِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا^⑮

قُلْ أَذْلِكَ حَيْرًا مَجْنَهَ الْخَلْدُ الْتَّيْ
دُعِيَ الْمُتَّقُونَ دَكَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ
مَصِيرًا^⑯

১৭। সেখানে ৰসদা বসবাসকারীরপে তারা যা চাইবে^{১০৭১} তা-ই পাবে। এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা (পূর্ণ করা) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দায়িত্ব।

১৮। ^খআর (শ্বরণ কর) যেদিন তিনি তাদের এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা উপাসনা করতো তাদেরও একত্র করবেন। এরপর তিনি বলবেন, ‘তোমরা কি আমার এ বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে, না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?’

১৯। ^গতারা বলবে, ‘তুমি পবিত্র। তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানিয়ে নেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তুমি তাদের ও তাদের পিতৃপুরুষদের (পার্থিব) সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলে। অবশ্যে তারা (তোমাকে) শ্বরণ করতে ভুলে গিয়েছিল এবং ধৰ্মস্প্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।’

২০। অতএব (কাফিরদের বলা হবে) তোমরা যা বলছ তারা (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যরা) তা অবশ্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং (আজ) তোমরা (আয়াব) টলানোর এবং কোন প্রকার সাহায্য (লাভের) সামর্থ্য রাখবে না। আর তোমাদের মাঝে যে-ই যুলুম করে তাকে আমরা এক বড় আয়াবের স্বাদ ভোগ করাবো।

২১। আর আমরা তোমার পূর্বে যত রসূলই পাঠিয়েছি ^খতারা অবশ্যই খাবার খেত এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করতো। আর আমরা তোমাদের একদলকে অন্য দলের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছি (এটা দেখার জন্য যে) তোমরা ধৈর্য ধর কি না। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক সর্বদৃষ্ট।

২২। ^ঝআর যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, আমাদের প্রতি ফিরিশ্তা অবর্তীণ করা হয়নি কেন^{১০৭১-ক}? অথবা আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালককে দেখি না কেন? তারা অবশ্যই নিজেদের অনেক বড় মনে করেছে এবং অনেক বেশি ওঞ্চিত্য দেখিয়েছে।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَسْأَءُونَ قُلْ خَلِدُّوْنَ مَكَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعَدْدًا مَشْعُولًا^{১৪}

وَيَوْمَ يَخْسِرُهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ
اللَّهِ فَيَقُولُ إِنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي
هُوَلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ^{১৫}

قَاتُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَشْبَغِي لَنَا أَنْ
تَتَخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أُولَيَّاءِ وَلِكُنْ
مَتَّخَثِّهِمْ وَأَبَاءِهِمْ حَتَّى تَسْوَى الْأَرْضُ
وَكَانُوا أَقْوَمًا بُؤْرًا^{১৬}

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وَفَمَا
تَسْتَطِيْنُعُونَ صَرْفًا لَأَنَّهُمْ وَمَنْ يَظْلِمُ
وَمِنْكُمْ نُذْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا^{১৭}

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا
إِنَّهُمْ لَيْأَلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسَوَاقِ وَجَعَلْنَا بِنَصْكُمْ لِبَغْضٍ فِتْنَةً
أَتَضِيرُونَ جَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا^{১৮}

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا^{১৯}
لَوْلَا أُنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلِئَةُ أَوْ تَرَى
رَبَّنَا لَقَوْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَتَّوْ عُتَّوْ كَبِيرًا^{২০}

২৩। (লোকেরা কি জানে না) যেদিন ক্রতারা ফিরিশ্তাদের দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর তারা (আয়াবের ফিরিশ্তাদের) বলবে, ‘আমাদের কাছ থেকে দূরে^{২০৭২} থাক’।

★২৪। আমরা তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো এবং একে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো^{২০৭৩}।

২৫। স্থায়ী আবাসস্থলের দিক থেকে জান্নাতবাসীরা সেদিন সবচেয়ে ভাল থাকবে এবং সাময়িক বিশ্রামাগারের দিক থেকেও (তারা) সবচেয়ে উত্তম (অবস্থায়) থাকবে।

২৬। আর (স্মরণ কর) যেদিন আকাশ মেঘের (গর্জনের) দরুন ফেটে যাবে এবং ফিরিশ্তাদের দলে দলে নামানো হবে,

২৭। সেদিন সত্যিকার আধিপত্য হবে^{২০৭৪} রহমান (আল্লাহর) এবং কাফিরদের জন্য সেদিনটি হবে অত্যন্ত কঠিন।

★২৮। (সাবধান হও) সেদিন সম্পর্কে যেদিন যালেম (চরম অসহায়ত্বের দরুন) নিজের হাত কামড়াবে। সে বলবে, ‘হায়, আমি যদি এ রসূলের সাথে একই পথ ধরতাম!

২৯। আমার দুর্ভাগ্য! হায়, আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

৩০। আমার কাছে (আল্লাহর) উপদেশবাণী আসার পর সে তা থেকে অবশ্যই আয়াকে বিচ্যুত করে দিয়েছে।’ আর শয়তান তো যানুষকে সাহায্যবিহীন অবস্থায় একা ছেড়ে চলে যায়।

দেখুন : ক. ৬৯, ১৫৯; খ. ২৪২১১; গ. ৬৪৭৪; ২২৪৫৭; ঘ. ৩৩৬৭; ৬৭৪১।

২০৭২। একজন আরববাসী যখন তার অপচন্দ বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন বলে থাকে ‘হিজরন মাহজরান’ অর্থাৎ এটা আমা থেকে দূরে থাকা ভাল যেন আয়াকে এ জন্য কষ্ট পোহাতে না হয় (লেইন এবং মুফরাদাত)। পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত অঙ্গীকারকারীদের প্রথম উদ্ধৃত উভয়ের তাদেরকে বলা হয়েছে, ফিরিশ্তারা নিশ্চয় অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু তারা হবেন শাস্তির ফিরিশ্তা এবং তাঁরা যখন আসবেন তখন তাদেরকে দেখা মাত্রই কাফিররা এই দৃশ্যকে ঘৃণা করবে এবং ফিরিশ্তা ও তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করবে।

২০৭৩। অবিশ্বাসীদের কর্মকাও সম্পূর্ণ বাতিল করে এবং তাদেরকে ধৰ্মস করে বাতিসে ধূলিকণার মতো ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে তাদের দ্বিতীয় দাবির মোকাবিনা করা হবে।

২০৭৪। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের জন্য সত্যই এক চরম দুর্দশার দিন ছিল। এটাই ছিল সেই দিন যখন ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল এবং কুরায়েশরা তাদের বেদনাদায়ক মনস্তাপ এবং পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, ইসলাম ধর্ম টিকে থাকার জন্যই এসেছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِئَةَ لَا بُشْرًا
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ
حَبْرًا مَّحْجُورًا^{১১}

وَ قَدْ مَنَّا إِلَيْهِمْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُوهًا^{১২}

أَصْحَبُ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ حَيْرٌ مُّسْتَقْرٌ
وَ أَخْسَنُ مَقْيِلًا^{১৩}

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَاءِ وَ
نُزِّلَ الْمَلِئَةُ تَنْزِيلًا^{১৪}

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ، وَ
كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ يَنْسِيرًا^{১৫}

وَ يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدِهِمْ يَقُولُ
يُلَيَّتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سِينِيلًا^{১৬}

يُوَيْلَتِي لَيَتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا^{১৭}

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ
جَاءَنِي، وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْأَنْسَابِ
خَذُولًا^{১৮}

৩১। আর (এ) রসূল বলবে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত (বন্ধু) বানিয়ে ছেড়েছে’^{২০৭৫}।★

৩২। আর ^ك-এভাবে অপরাধীদের মাঝ থেকে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শক্তি বানিয়ে থাকি এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক হেদায়াতদানকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

৩৩। ^ك-আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বললো, ‘তার প্রতি পুরো কুরআনকে একবারেই অবতীর্ণ করা হলো না কেন?’ এভাবেই (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায় এর অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যিকীয় ছিল) ^ك-যাতে আমরা এর মাধ্যমে তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করতে পারি এবং আমরা এটিকে উত্তমরূপে সাজিয়েছি^{২০৭৬}।

৩৪। আর তোমার কাছে তারা যে আপত্তি নিয়ে আসে (তা খন্দন করার জন্য) আমরা তোমার কাছে প্রকৃত সত্য এবং সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করে দেই^{২০৭৭}।

দেখুন ৪ ক. ৬৪১১৩ খ. ১৭৪১০৭; ৭৩৫ গ. ১১৪১২১।

২০৭৫। এই আয়াত যথোপযুক্তভাবে তথাকথিত সেই সকল মুসলমানের প্রতি আরোপিত হতে পারে, যারা কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং একে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছে। বিগত চৌদশত বছরে কুরআন কখনো এত বেশি উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েন যেমন হয়েছে এই যুগের মুসলমান কর্তৃক। নবী করীম (সাঃ) থেকে এই সম্পর্কে এক হাদীস বর্ণিত আছে : ‘আমার উম্মতের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না এবং কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না’ (বায়হাকী, ‘শোয়াবুল সৈমান’ অধ্যায়)। বর্তমান যুগই হচ্ছে সেই যুগ।

★[এ আয়াত অবশ্যই সাহাবা কেরাম (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত হতে পারে না। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবন্দশায় বরং এরপর ৩ শতাব্দী পর্যন্ত সাহাবীগণ, তাবেঙ্গন ও তাবা-তাবেঙ্গন কুরআন পরিত্যাগ করেননি। এটা অবশ্যই একটি ভবিষ্যত্বাণী। ভবিষ্যতকালে এটা পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, মহানবী (সাঃ) এর জাতি কার্যত কুরআন পরিত্যাগ করবে এবং রসূলে করীম (সা:) তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২০৭৬। কুরআন খণ্ড-খণ্ডভাবে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য মিটাবার জন্মই এরপ করা হয়েছিল, যেমন : (১) কুরআনের বিভিন্ন অংশ কিছু দিন অন্তর অন্তর অবতীর্ণ হয়ে সেগুলোর মধ্যে নিহিত কোন ভবিষ্যত্বাণীর পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করার জন্য মু'মিনদেরকে সুযোগ দিয়েছিল, ফলে তাদের সৈমান শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়েছিল। অধিকতু এই বিবামকালে অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দানের জন্য এর প্রয়োজন ছিল, (২) যখন মুসলমানদের বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে পথনির্দেশের আবশ্যক হতো তখনই প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো, (৩) বছর কালব্যাপী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রসূল করীম (সাঃ) এর সঙ্গীগণ একে স্মরণ রাখতে, শিখতে এবং আয়ত্ত করতে যেন সক্ষম হতে পারে। যদি একে সম্পূর্ণ একটি প্রস্তাকারে একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা হতো তাহলে অবিশ্বাসীরা বলতে পারতো, নবী করীম (সাঃ) কোন লোক দ্বারা একে প্রস্তুত করেছিলেন। কাজেই এসব সভাব্য আপত্তির উত্তর নিহিত ছিল এর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এবং বহু রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে। কুরআন খণ্ডে খণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে তা মুখস্থ করে রাখা যায়। এছাড়া টুকরো টুকরোভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়ে বাইবেলের নিম্নলিখিত ভবিষ্যত্বাণী পূর্ণ করেছিল : “সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে? কাহাকে বার্তা বুবাইয়া দিবে? কি তাহাদিগকে, যাহারা দুধ ছাড়িয়াছে ও স্তন্যপানে নিযৃত হইয়াছে? কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি, পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি, এখানে একটুকু সেখানে একটুকু। শুন! তিনি অস্পষ্টবাক্ত ওষ্ঠ ও অন্য ভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্তা কইবেন” (যিশাইয়-৮:৯-১০)।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي
اٰتَخْذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا^(১)

وَكَذِيلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرِبِّكَ هَادِيًّا وَ
نَصِيرًا^(২)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمَلَةً وَّاجِدَةً كَذِيلَكَ خَلَقْنَا
لِشَتِّيَّتِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا^(৩)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِيلِ لِآجِنْتَكَ بِالْحَقِّ
وَأَحَسَنَ تَفْسِيرًا^(৪)

৩৫। ^ক‘অধିମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା’^{୨୦୭୫-କ} ଯାଦେର ଜାହାନାମେର ଦିକେ ଏକତ୍ର
[୧୪] କରେ ନିଯେ ଯାଓଯା ହବେ ^ଘ‘ଏରାଇ ହବେ ଅବସ୍ଥାର ଦିକ୍ ଥେକେ ଅତି
୧ ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସବଚେଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ।

৩୬। ଆର ନିଶ୍ଚୟ ଆମରା ମୂସାକେ କିତାବ ଦାନ କରେଛିଲାମ ଏବଂ
ତାର ସାଥେ ^ଘ‘ତାର ଭାଇ ହାରୁନକେ ଆମରା (ତାର) ସହକାରୀ
ବାନିଯେଛିଲାମ ।

৩୭। ଆର ଆମରା ବଲେଛିଲାମ, ^ଘ‘ତୋମରା ଉଭୟେ ସେଇ ଜାତିର
କାହେ ଯାଓ, ଯାରା ଆମାଦେର ଆୟାତସମୁହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେଛେ ।’
ଅତେବ ଆମରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତାଦେର ଧ୍ୱଂସ କରେ ଦିଲାମ ।

৩୮। ଆର ନୁହେର ଜାତିକେଓ ଆମରା ଡୁବିଯେ ଦିଯେଛିଲାମ ଯଥନ
ତାରା ରସ୍ତଦେର ମିଥ୍ୟବାଦୀ ଆଖ୍ୟ ଦିଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେଛିଲ ।
ଆର ମାନବଜାତିର ଜନ୍ୟ ଆମରା ତାଦେରକେ ଏକ ନିର୍ଦର୍ଶନ ବାନିଯେ
ଦିଲାମ । ^ଘଆର ଯାଗେମଦେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଏକ ଯତ୍ରଣଦାୟକ
ଆୟାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ରେଖେଛି ।

৩୯। ଆର ଆଦ, ସାମୁଦ୍ର, ‘ରାସ’ବାସୀ^{୨୦୭୮} ଏବଂ ଏଦେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
ଆରୋ ଅନେକ ପ୍ରଜନ୍ମକେଓ (ଆମରା ^ଘଧ୍ୱଂସ କରେ ଦିଯେଛି) ।

★ ୪୦। ଆର (ଏଦେର) ପ୍ରତ୍ୟେକେର କାହେ ଆମରା (ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଦେର)
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସମୁହ ବର୍ଣନା କରେଛିଲାମ । ଆର ଆମରା ଏଦେର ସବାଇକେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରେଛିଲାମ ।

★ ୪୧। ଆର ଏରା ^ଘ‘ସେଇ ଶହରେ ଅବଶ୍ୟଇ ଆସାଯାଓଯା କରେ
ଥାକବେ^{୨୦୭୯} ଯାର ଓପର ଏକ କ୍ଷତିକର ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣ କରା ହେଁଛିଲ ।
ତାରା କି ଏଟା ଦେଖେନି? ଆସଲେ ତାରା (ମୃତ୍ୟୁର ପର)
ପୁନରଜ୍ଜୀବନେର ଆଶା ରାଖେ ନା ।

ଦେଖୁନ ୪ କ. ୧୭୫୯୮ ଖ. ୫୫୬୧ ଗ. ୨୦୫୩୦-୩୩; ୨୬୫୧୪; ୨୮୫୩୫ ଘ. ୨୦୫୪୪; ୨୮୫୩୫-୩୬ ଖ. ୧୮୫୩୦ ଚ. ୧୯୭୦; ୩୮୫୧୩; ୫୦୫୧୩-୧୫ ଛ. ୭୫୮୫;
୨୭୫୯୧ ।

୨୦୭୭। କୁରାନୀର ଏକ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟସୂଚକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଁଛେ, ଏଟା ସକଳ ଐଶ୍ୟାଥେର ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତିମୀୟ । ସଥନଇ କୁରାନ ଆଲ୍ଲାହର ଅନ୍ତିତ୍ବ,
ଇସଲାମେର ସତ୍ୟତା, ବା ଏର ଐଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଅଥବା ଧର୍ମୀୟ ଅନ୍ୟ କୌନ ସଂଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୌନ ଦାବି ଉଥାପନ କରେ ତଥନ ଅନ୍ୟ କାରୋ ସାହାଯ୍-
ସହାୟତାର ଓପର ନିର୍ଭର କରେ ନା ।

୨୦୭୭-କ । ତାଦେର ସର୍ଦାରଦେର ସଙ୍ଗେ ଜାହାନାମେ ନିଷ୍କଷ୍ଟ ହବେ । ଉତ୍ସୁକ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ, ନେତା ବା ସର୍ଦାରଓ ହୟ ।

୨୦୭୮। ତଫ୍ସିରକାରଦେର କାରୋ କାରୋ ମତେ ‘ଇଯାମାମାହ’ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକଟି ଶହରେର ନାମ ‘ରାସ’ ସେଥାନେ ସାମୁଦ୍ର ଜାତିର ଏକଟି ଗୋତ୍ର ବସବାସ
କରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟଦେର ମତେ ତାଦେରକେ ଏରାପ ବଲା ହତୋ, କାରଣ ତାଦେର ନବୀକେ କ୍ରମେ ନିଷ୍କେପ କରେଛିଲ । ତାରା ଛିଲ ସାମୁଦ୍ର ଜାତିରଇ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ।

୨୦୭୯। ହ୍ୟରତ ଲୂତ (ଆଶ) ଏର ଶହର ସଦୋମ, ଯା ଆରବ ଥେକେ ସିରିଯା ଯାଓଯାର ପଥେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲ ।

أَلَّذِينَ يُحَشِّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ رَأْيٌ
جَهَنَّمَ، أُولَئِكَ شَرٌّ مَّا هُنَّ
سَيِّلًا^୧

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ
آخَاهُ هُرُونَ وَزَيْرًا^୨

فَقُلْنَا أَذْهَبَارَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
يَا يَتَّسْنَا، فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا^୩

وَقَوْمَ نُوحَ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ
أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ أَيَّةً
وَأَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا^୪

وَعَادَ أَوْثَمُودًا وَأَصْبَحَ الرَّّئِسَ وَقُرُونًا
بَيْنَ ذِلِّكَ كُثِيرًا^୫

وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ زَوْلًا
كَبَرْنَا ثَثِيرًا^୬

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ
مَطَرًا السَّوْءَ دَافَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا
بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ شُورًا^୭

৪২। *আর তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র বানায় এবং (এ কথা বলে), ‘এই কি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে পাঠিয়েছেন?’

৪৩। এ তো আমাদের উপাস্যগুলো থেকে আমাদের বিপথগামী করেই ছাড়তো যদি আমরা এগুলোকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম।’ আর তারা যখন আয়ার দেখবে তখন তারা নিশ্চয় জানতে পারবে, কে সবচেয়ে বেশি বিপথগামী ছিল।

৪৪। *তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে নিজের কামনাবাসনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তারও তত্ত্বাবধায়ক হতে পার?

৪৫। তুমি কি মনে কর, তাদের অধিকাংশ লোক শুনে বা
৪ [১০] বুঝে? *তারা একেবারে গবাদি পশুর ন্যায়^{২০৮০}, বরং তারা
২ (এগুলোর চেয়েও) বেশি বিপথগামী।

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য করনি,
যাকিভাবে তিনি ছায়াকে লম্বা করে^{২০৮১} দেন? আর তিনি যদি চাইতেন তবে একে স্থির করে দিতেন। এরপর আমরা সূর্যকে
এর ওপর নির্দেশক বানিয়েছি^{২০৮২}।

দেখুন ৪ ক. ২১৪৩৭ খ. ৪৫৪২৪ গ. ৭৪১৮০ ঘ. ১৬৪৪৯।

২০৮০। মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে তার কামনা, পূর্ব ধারণা ও অসার কল্পনাকে এবং এটাই তার সত্য গ্রহণে প্রধান বাধা। মেধাগতভাবে মানবের হয়তো অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সে জন্য সে পাথর এবং নক্ষত্রের সামনে মাথা নত করে না। কিন্তু তার মিথ্যা আদর্শ, কুসংস্কার এবং পূর্ব ধারণার পূজা থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সেই প্রতিমাগুলো, যারা মানুষের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে, যাদেরকে ভঙ্গি ও উপাসনা করা নিন্দিত হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, খোদা প্রদত্ত শ্রবণ-শক্তি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি (যা মানুষকে সত্য উপলক্ষ্য করতে সাহায্য করে) ব্যবহার করার পরিবর্তে সে অন্ধকারে হাতড়াতে পছন্দ করে এবং গুরু-ভেড়ার স্তরে নেমে যায়, এমনকি তা থেকেও নিম্নতর পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা গবাদি পশুকে বিচার-বুদ্ধি এবং ভাল-মন্দ পার্থক্য করার সহজাত গুণাবলী দান কার হয়নি, যা দিয়ে মানবকে ভূষিত করা হয়েছে।

২০৮১। এই আয়াত ইসলাম ধর্মের উত্থান, অগ্রগতি এবং মর্যাদা আলঙ্কারিক ভাষায় উল্লেখ করেছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গুচ্ছের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বাস্তব সত্য বর্ণিত হয়েছে। সূর্য কোন বস্তুর আড়ালে যতই হেলতে তাকে ততই তার ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকে। সেইরূপে আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্যাদা হলো, যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক সেহেতু এর ছায়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছবে এবং ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং বিশ্বের জাতিসমূহ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে দুর্দশামুক্ত এবং শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতে উল্লিখিত সূর্য বলতে বুঝায় ইসলাম অথবা মহানবী (সা)কে বুঝানো হয়েছে।

২০৮২। সূর্যের অবস্থান ছায়ার পরিমাণ ও আকার নির্ধারণ করে।

وَإِذَا رَأَوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا
هُرُوءًا أَهْذَا لَذَّيْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا^{৩৩}

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنِ الْهَدِّيَّةِ لَوْلَا أَنْ
صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
جِئْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ
سَبِيلًا^{৩৪}

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَةَ هَوْمَهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا^{৩৫}

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَشْمَعُونَ أَوْ
يَغْقِلُونَ دِإِنْ هُمْ لَأَ حَالَأَنْعَامِ بَلْ بِ
هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا^{৩৬}

أَكْمَرَ رَأْيِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلُّ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَمِّيًّا كِنْجَ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دِينِ^{৩৭}

৪৭। এরপর এ (ছায়াকে) আমরা আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটাতে থাকি^{২০৮২-ক}।

৪৮। *আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে পোষাকরূপে^{২০৮৩} বানিয়েছেন, ঘুমকে বিশ্রাম লাভের কারণ (করেছেন) এবং দিনকে (কাজে) ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন।

৪৯। *আর তিনিই তাঁর কৃপা (বর্ষণের) পূর্বে বায়ুকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান। আর আমরা আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি,

৫০। যেন আমরা এর মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবিত করি এবং বিপুল সংখ্যায় যেসব গবাদি পশু ও মানুষ আমরা সৃষ্টি করেছি এ (পানি) দিয়ে তাদের সিদ্ধিত করি।

৫১। আর নিশ্চয় আমরা এ (কুরআনকে) তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বর্ণনা করে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতা (প্রকাশ) করেই অস্থীকার করলো।

৫২। আর আমরা যদি চাইতাম তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী পাঠাতাম।

★ ৫৩। অতএব তুমি অস্থীকারকারীদের আনুগত্য করো না। আর তুমি এ (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বড় জিহাদ করতে থাক^{২০৮৪}।

দেখুন : ক. ৬৪৯৭; ৭৮৪১১ খ. ৭৪৫৮; ১৫৪২৩।

২০৮২-ক। সর্বোচ্চ স্থানে পৌছার পর মুসলমানদের পড়স্ত অবস্থার প্রতিও আয়াতটি নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী আয়াতের ছায়া যখন প্রভাব ও মর্যাদার প্রতীক তখন বর্তমান আয়াতে ‘গুটাতে থাকি’ কথাটি ইসলামের অবক্ষয় এবং পতনের অবস্থা বুঝায়।

২০৮৩। আয়াতের মধ্যে ‘রাত’ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সংস্কারকের আবির্ভূত হওয়ার পূর্বের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগ বুঝায় এবং ‘দিন’ এশী সংস্কারকের আবির্ভাবের পরবর্তী আধ্যাত্মিক প্রভাতের উপর্য।

২০৮৪। এই আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ জেহাদ হচ্ছে কুরআনের বাণী প্রচার করা। অতএব ইসলাম ধর্মের বিশ্বার লাভের জন্য সংগ্রাম করা এবং এর শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রচেষ্টার নামই জেহাদ, যা সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অব্যাহত রাখার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। এই জেহাদের কথাটি রসূল করীম (সাঃ) এক যুদ্ধের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে : ‘আমরা ক্ষুদ্রতর জেহাদ থেকে বৃহত্তর জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি’ (রাদুল-মুহতার)। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ টীকাও দ্রষ্টব্য।

شُمَّ قَبْصَنْهُ لِيَسِنَا قَبْضًا يَسِيرًا^①

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ رَبِّا سَأَوْ
الثَّوْمَ سُبَّا تَأَوْ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا^②

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ
يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا^③

لِنُحْيِي بِهِ بَلَدَةً مَيْتَانَةً نُسْقِيَهُ مَعَ
خَلَقْنَا آنَعَامًا وَآنَانِيَ كَثِيرًا^④

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدِهِ حَرْذًا^۵
فَابْيَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَأْكُفُرُوا^۶

وَلَوْ شِئْنَا لَكَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
تَذَيِّرًا^۷

فَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ وَجَاهْدُهُمْ بِهِ
جَهَادًا كَبِيرًا^۸

৫৪। আর ক্তিনিই দুটি সাগরকে মিলিয়ে দিবেন। (এর) একটির (পানি) খুব মিষ্টি এবং অন্যটির (পানি) খুব লোনা (ও) তিতা। আর তিনি এ দুটির মাঝে এক প্রতিবন্ধক ও এমন বিভক্তি^{১০৮৫} সৃষ্টি করে রেখেছেন, যা অতিক্রম করা যায় না।*

৫৫। আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাকে পৈত্রিক ও বৈবাহিক সুত্রে বেঁধেছেন। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

★ ৫৬। গ়ার তারা আল্লাহকে ছেড়ে যার উপাসনা করে, তা তাদের কোন উপকারণ করতে পারে না এবং কোন অপকারণ করতে পারে না। আর অস্তীকারকারী সবসময় (তাদের সমর্থনে) কাজ করে (যারা) তার প্রভু-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে (সংগ্রাম করে)।

৫৭। ঘ়ার আমরা তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে পাঠিয়েছি।

৫৮। ڈুমি বল, ‘আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না^{১০৮৬}। তবে যে চায় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে।’

৫৯। ڈুমি সেই চিরজীব (সত্ত্বার) ওপর ভরসা কর যাঁর মৃত্যু নেই এবং প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। আর তাঁর বান্দাদের পাপ সমঙ্গে পুরোপুরি খবর রাখার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট,

দেখুন ৪ ক. ৩৫৪১৩; ৫৫৪২০, ২১ খ. ৩২৪৯ গ. ৬৪৭২; ১০৪১০৭; ২১৪৬৭; ২২৪১৩ ঘ. ২৪১২০; ৫৪২০; ১১৪৩; ৩৫৪২৫ ঙ. ৩৮৪৮৭; ৪২৪২৪ চ. ২৬৪২১৮; ২৭৪৮০; ৩৩৪৯।

২০৮৫। আয়াতের মধ্যে দুটি সাগরকে সত্য এবং মিথ্যা ধর্মের প্রতীকরণে ধরে নিলে এই আয়াতের মর্মার্থ হয়, সত্য ধর্ম ইসলাম এবং বিকৃত ধর্ম উভয়ে পাশাপাশি চলমান থাকবে। প্রথমটি সুমিষ্ট ফল প্রদান করবে এবং আধ্যাত্মিক পথচারীদের তৃক্ষণ নিবারণ করবে এবং শেষোক্তটি নিষ্ফল ও বিস্মাদ হবে, কোনোরূপ ভাল ফল দিতে অসমর্থ হবে। “দুটি সাগর” অর্থ সাগর-সলিল এবং নদীর জলরাশিও হতে পারে। প্রথমোক্ত পানি লবণাক্ত ও বিস্মাদ, কিন্তু শেষোক্ত পানি সুপেয় ও সুস্বাদু। নদীর সুস্বাদু পানি যখন সাগরে প্রবাহিত হয়ে লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায় তখন নদীর সুপেয় পানি ও বিস্মাদ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই পানি পৃথক থাকে ততক্ষণ তাদের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। একইভাবে সত্য ধর্মের শিক্ষার সাথে যখন মিথ্যা ধর্মের শিক্ষা জড়িয়ে পড়ে তখন তা আপন সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা হারায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমনইভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে মিথ্যা ধর্মগুলোর কাছাকাছি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম কখনো এর তৃপ্তিদায়ক গুণ হারাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা একে রক্ষা করা এবং অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিজের ওপরে রেখেছেন (১৫৪১০)। দুটির মধ্যে এক অলজ্জনীয় বাধা রয়েছে, যা তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে।

* [এতে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের উল্লেখ রয়েছে। লোহিত সাগরের পানি তুলনামূলকভাবে মিষ্টি এবং ভূমধ্যসাগরের পানি তিতা। আর এদের উভয়ের মাঝে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধক। এ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, এ প্রতিবন্ধক দূর করে দেয়া হবে এবং এ দুটি সাগরকে মিলিয়ে দেয়া হবে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২০৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَدَأَ مِنْهُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَرَأَ مَحْجُورًا^{১০}

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَرِيرًا^{১১}

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ إِلَهٍ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَاهِرًا^{১২}

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا^{১৩}

فُلْ مَا أَشْعَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجِيرٍ إِلَّا مَنْ
شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سِيلًا^{১৪}

وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَسَيِّئَتْ بِحَمْدَةٍ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ
عِبَادٍ وَخَيْرًا^{১৫}

★ ৬০। *যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যাই আছে (সব) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি রহমান (আল্লাহ)। অতএব যিনি উত্তমরূপে অবহিত^{২০৮৭} তুমি তাঁকেই জিজ্ঞেস কর।

৬১। আর তাদের যখন বলা হয়, 'তোমরা রহমান (আল্লাহ'কে) সিজদা কর' তখন তারা বলে, 'রহমান' আবার কে? আমরা কি তাকে সিজদা করবো যাকে (সিজদা করতে)

[১৬] [১৬] তুমি আমাদের আদেশ দিচ্ছ' আর এ (কথা) তাদের ঘৃণাকে ৩ আরো বাড়িয়ে দেয়।

★ ৬২। কল্যাণের অধিকারী তিনিই, *যিনি আকাশসমূহে নক্ষত্রপুঁজি সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে জ্যোতির্ময় সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন^{২০৮৭-ক}।

৬৩। *আর যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য তিনিই রাত ও দিনকে^{২০৮৮} একটির পর অন্যটিকে আগমনকারী করে সৃষ্টি করেছেন।

৬৪। আর রহমান (আল্লাহ'র) বান্দা তারাই, *যারা পৃথিবীতে ন্যূন হয়ে চলে এবং অঙ্গরা যখন তাদের সম্মোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'^{২০৮৯}

وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّاً شَتَّى عَلَى
الْعَرْشِ شَاهِرًا حَمْنٌ فَسَلَّلَ بِهِ خَيْرًا^④

وَلَذَا قَيْلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ
قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ذَا نَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ تُفْرِدًا^⑤

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا قَمَرًا مُنِيرًا^⑥

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا^⑦

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُؤُنَ عَلَى
الْأَرْضِ هُنَّا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهَوْنَ
قَالُوا سَلَّمًا^⑧

দেখুন : ক. ৭৯৫৫; ১১৪৮; ৩২৪৫; ৫৭৪৫ খ. ১৫৪১৭; ৮৫৪২ গ. ৩৬৩৩-৪১ ঘ. ১৭৩৩৮; ৩১৪১৯ ঙ. ২৮৪৫৬।

২০৮৬। এই আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম তার সম্প্রসারণে শক্তি প্রয়োগকে স্পষ্টভাবে নিমেধ করে।

২০৮৭। (১) আল্লাহ তাআলা, (২) হ্�যরত নবী করীম (সাঃ)।

২০৮৭-ক। আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাজি যারা ওদেরকে অলঙ্কৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তাদের সৃষ্টির প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা এই আয়াত আধ্যাত্মিক আকাশের প্রতি মনোযাগ আকর্ষণ করে যার নিজস্ব সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রাজি আছে। হ্যরত নবী করীম (সাঃ), প্রতিশ্রূত মসীহ এবং রসূল করীম (সাঃ) এর সাহাবাগণ যাদের সম্বন্ধে তাঁর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের মতো, তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করবে তোমরা সত্য পথনির্দেশ পাবে' (রায়ীন)।

২০৮৮। জড়জগতে রাতকে যেমন দিন অনুসরণ করে, ঠিক একই রূপে আধ্যাত্মিক জগতেও যখন অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে আল্লাহ তাআলা তখন একে জ্যোতির্ময় করার জন্য সংক্ষারক আবির্ভূত করেন।

২০৮৯। এই আয়াত দিয়ে সেই গৌরবোজ্জ্বল নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরম্ভ হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মহাকাশের সেই সূর্য অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাতির মধ্যে সংঘটিত করেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে তারা দয়াময় খোদা তাআলার দাসে পরিণত হয়েছিল। তফসীরায়ীন এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে দয়াময় আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণ দাসগণের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, যা কিনা নবী করীম (সাঃ) এর জাতির লোকেরা পূর্বে যে সকল দোষে দুষ্ট ছিল সেই সমস্ত নীতি বিগর্হিত অভ্যাসগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

৬৫। ﴿এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে
সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয়

৬৬। এবং যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি
আমাদের কাছ থেকে জাহানামের আয়াব সরিয়ে দাও, নিশ্চয়
এর আয়াব হবে সর্বনাশ।

৬৭। নিশ্চয় এ (জাহানাম) অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে অতি
মন্দ এবং স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও (অতি মন্দ)।’

৬৮। আর (সেই রহমান আল্লাহর বান্দারা এমন) যারা খরচ
করার সময় ۷-অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং
এ (দুয়ের) মাঝে মধ্যপন্থা (অবলম্বন করে),

★ ৬৯। এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে
না এবং আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করেছেন ۸-এমন
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারও
করে না ۲۰۹۰ তবে যে-ই এরূপ করবে সে পাপের শাস্তির
সন্মুখীন হবে,

৭০। ۹-কিয়ামত দিবসে তার জন্য আয়াব বাঢ়িয়ে দেয়া হবে
এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকবে।

৭১। কিন্তু যে তওবা করে, ۲۰۹۱ ۱-ঙ্গীয়ান আনে ۱-এবং সৎ কাজ
করে তার কথা ভিন্ন। অতএব এরাই সেইসব লোক যাদের মন্দ
কাজগুলো আল্লাহ উত্তম কাজে বদলে দিবেন। আর আল্লাহ
অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৭২। আর ۱-যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয়
সে তওবা করার (মাধ্যমে) পুরোপুরি আল্লাহর দিকে বিনত
হয়।

দেখুন ১: ক. ৪১:৩৯; ৭৩:২১ খ. ৭৪:৩২; ১৭:২৮ গ. ৬৪:১৫২; ১৭:৩৩, ৩৪ ঘ. ৪৪:১৫ ঙ. ৩৪:৫৮; ৬:৪৯; ১৮:৪৯; ১৯:৬১; ৩৪:৩৮ চ. ৫:৪০;
২০:৮৩; ২৪:৬৮।

২০৯০। পৌত্রলিকতা, খুন ও ব্যভিচার এই তিনটি মূল পাপাচার ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতি, সামাজিক এবং যৌন অসচ্ছরিত্বার
আদি উৎস। কুরআন মজীদ বার বার এই সমস্ত পাপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

২০৯১। ‘তওবা’ (অনুশোচনা) এর অর্থ- অতীতের সমস্ত নৈতিক ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিকভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণ পরিহার
করে চলার স্থির সংকল্পের সাথে অনুত্তাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা।
ব্যক্তির জীবনে এ হচ্ছে অতীতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে পিঠ ফিরিয়ে পূর্ণ পরিবর্তন সাধন।

وَالَّذِينَ يَرِيْثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ
رَقِيَّا مَّا ۝

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ فَإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَاماً ۝

إِنَّهَا سَاءَتْ مُشْتَقَرَّاً وَمُقَامًا ۝

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَ
لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ۝

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا خَرَّوْ
لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
يَا لِلْحَقِّ وَلَا يَرْزُقُونَ جَوَّ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَشَأَمَا ۝

يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يَخْلُدُ فِيهِ مُهَاجِنًا ۝

إِنَّمَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَرَّأُونَ اللَّهُ سَيِّدُ الرَّحْمَنِ
حَسَنَتْ هَذَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِّلْجِنَّمَ ۝

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى
اللَّهِ مَتَّعًا ۝

৭৩। আর (তারাও রহমান আল্লাহর বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না^{১০৯২} এবং তারা যখন অথবা বিষয়ের সন্মুখীন হয় তখন তারা গভীরের সাথে পাশ কাটিয়ে যায়,

৭৪। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি বধির ও অঙ্কের ন্যায় আচরণ করে না যখন তাদেরকে (এগুলো) স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, ^{১০৯২-ক}

★ ৭৫। এবং যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্তি হতে আমাদেরকে চোখ ঝুঁড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।’

★ ৭৬। এরাই সেইসব লোক, ধৈর্যশীল হওয়ার কারণে যাদেরকে (জান্নাতে) উঁচু খ্র্যাদা দান করা হবে। আর অভিবাদন ও সালামের মাধ্যমে তাদের সেখানে স্বাগত জানানো হবে।

৭৭। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে এবং স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও তা অতি উত্তম।

৭৮। তুমি বল, ‘তোমরা দোয়া না করলে তাহলে আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য^{১০৯৩} করবেন না। যেহেতু তোমরা (এ বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদের পিছু লেগে থাকবে।

[১৭]
১০৯২
৮

দেখুন ৪ ক. ২৩৪৪; ২৮৪৫৬ খ. ৩৪৩৩।

২০৯২। ‘যুর’ অর্থ একটি মিথ্যা, মিথ্যা সাক্ষ্য, আল্লাহর সাথে শিরক ও এমন স্থান যেখানে মিথ্যা বলা হয় এবং লোকেরা বৃথা বা অসার চিত্তবিনোদন উপভোগ করে, বলু ঈশ্বরবাদীদের সমাবেশ, ইত্যাদি (লেইন)।

২০৯২-ক। তারা উমিলিত চোখে আল্লাহ তাওলার নির্দর্শনাবলী স্বত্ত্বে মেনে চলে। তাদের বিশ্বাস সন্দেহাত্মীত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, জনশৃঙ্খলির ওপর নয়।

২০৯৩। ‘মা ইয়া’বাউবিহী’ অর্থ- আমি (তাকে) পরওয়া করি না, কিছুই মনে করি না, গ্রাহ্য করি না বা তাকে কিছুই জ্ঞান করি না অথবা আমি তাকে কোন মূল্যই দেই না বা তার কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না অথবা আমি তাকে কোনোরূপ সম্মান করি না (লেইন এবং মুফরাদাত)।

وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الرُّؤْدَةَ وَإِذَا صَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا عَرَاماً^(১)

وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بِأَيْمَنِ رَبِّهِمْ كَمْ
يَخْرُّوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعُمَيَّاً^(২)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
آذَوْا جِنَّا وَذُرِّتْنَا قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ رَامَّا^(৩)

أُولَئِكَ يُخْزَنُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ
يُلْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَيَةً وَسَلَمًا^(৪)

خَلِدِينَ فِيهَا، حَسْنَتْ مُشْتَقَّا وَ
مُقَمَّا^(৫)

فَلْ مَا يَغْبُو اِكْمَهْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ ج
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا^(৬)